148

ভোরের কাগজ

20 APR 1998
তারিখ ... ... ... ... ... ... ...
পৃষ্ঠা 8 কলাম ২

# আবার প্রশ্নপত্র ফাঁস?

শিক্ষামন্ত্রী অথবা শিক্ষা সচিবের সিদ্ধান্ত কী সেটা গতকাল পর্যন্ত জানা যায়নি। এসএসসি পরীক্ষার ইংরেজি ২য় পত্রের প্রশ্ন সত্যিই ফাঁস হয়েছে কিনা, হলে সে ব্যাপারে কী করা হবে— এসব বিষয়ে সিদ্ধান্ত শুধু সঠিক হওয়াই নয়, সঠিক সময়ে হওয়াও বাঞ্ছনীয়। পত্রিকায় আগেই খবর বেরিয়েছিল যে চট্টগ্রামের বিভিন্ন অঞ্চলে ইংরেজি ২য় পত্র প্রশ্ন বিক্রি হচ্ছে। এরপর পরীক্ষার হলে দেখা গেলো বাজারের প্রশ্নের সঙ্গে আসল প্রশ্নের হুবহু মিল। তাহলে শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষ কি করলো? হ্যাঁ, ওরা তিনটি ফটোকপি মেশিন আটক করেছে। কিন্তু হাতে লিখে যে প্রশ্নপত্র বিক্রি হচ্ছে সেটা ঠেকাবে কে?

বিভিন্ন পত্রিকার খবরে জানা যাচ্ছে, শুধু চট্টগ্রাম নয়, নোয়াখালী, কুমিল্লা ও নরসিংদীতেও প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে এবং শুধু ইংরেজি নয় আরো কয়েকটি বিষয়ের প্রশ্নপত্র বাজারে বিক্রি হচ্ছে।

প্রশ্নপত্র ফাঁস কেলেঙ্কারির ফলে লাখ লাখ পরীক্ষার্থী দারুণ সঙ্কটে পড়ে। ওরা পরীক্ষার আগের মুহূর্তে বিভ্রান্ত হয়। কেউ হয়তো ফাঁস প্রশ্নপত্রের কল্যাণে ভালো পরীক্ষা দিয়ে আসে, কেউ হয় প্রতারিত। আবার কেউ প্রশ্নপত্র মরীচিকার পিছনে ঘুরে ঘুরে পরীক্ষায় ফেল করার পথটিই কেবল পাকাপোক্ত করে।

গত বছরও কয়েকটি প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছিল। পরীক্ষার্থীদের এক বিষয়ে দুবার পরীক্ষা দিতে হয়েছে। কয়েকটি বিষয়ে পরীক্ষা পিছিয়ে গিয়েছিল। এর পর সরকার বলেছিল, কঠোরভাবে ঠগবাজদের দমন করা হয়েছে।

কিন্তু গত বছর যেসব অপরাধীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল তাদের জন্য কি উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে? বোর্ড থেকে শুরু করে পরীক্ষা কেন্দ্র পর্যন্ত— এই দীর্ঘ পথের কোথায় কোন ছিদ্র পথে এবং কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কার কোন সহযোগিতায় প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছিল সেসব কি উদ্‌ঘাটন করা হয়েছে? যাদের কর্তব্যে গাফিলতি অথবা স্রেফ দুর্নীতির কারণে প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়, তাদের কি চিহ্নিত ও শাস্তিবিধান করা হয়েছে?

প্রশ্নপত্র ফাঁস রোধ করার সবচেয়ে ফলপ্রসূ উপায় হলো, অপচেষ্টা অঙ্কুরেই বিনাশ করা। অর্থাৎ কর্তৃপক্ষকে সতর্ক হতে হবে, নিজেদের রাখতে হবে দুর্নীতিমুক্ত। প্রশাসনকে কঠোর হতে হবে। প্রশ্নপত্র ফাঁস করা একটি মারাত্মক অপরাধ। এ অপরাধের সঙ্গে যারা যুক্ত তাদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার, বিচার ও উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।